দৃষ্টিদান

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

প্রকাশক

দি ইণ্ডিয়ান্ প্রেস্, লিমিটেড্

এলাহাবাদ।

১৯৩১

নিবেদন

এই ক্ষুদ্র নাটিকাটি শিল্পিসঙ্ঘের জন্যে বিশেষভাবে লেখা। শিল্পের ও শিল্পকলার কথা এতে বিশেষভাবে লেখা হয়েছে। বাঙলার তরুণ ও তরুণী শিল্পীরা যদি তাঁদের উৎসব উপলক্ষ্যে অভিনয় করেন তবেই লেখা সার্থক হয়। এটিও 'বিচিত্রা' পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত হ'ল।

বলা বাহুল্য যে, নাটিকার গানগুলি পূজনীয় কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রচিত এবং তাঁর অনুমতি অনুসারে মুদ্রিত।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

লক্ষ্ণৌ—গবর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্টস্ এণ্ড ক্রাফ্‌ট্‌স্, বৈশাখ ১৩৩৮

সতীর্থসুহৃদ

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু

ও

শিল্পীভায়েদের হাতে
সাদরে দিলুম

অসিত

দ্বাঃ [illegible]

প্রথম দৃশ্য

[রাজা, চিত্রাধ্যক্ষ ও পুঁথিখানার অধ্যক্ষ। পুঁথিখানার সংলগ্ন চিত্রাগারের দ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে]

রাজা

চতুর্ভুজ, চিত্রাধ্যক্ষের কাজ নেওয়ার পর থেকে তোমায় আজ পর্য্যন্ত দরবারে দেখি না কেন ?

চতুর্ভুজ

হুকুম। হুজুরের তাঁবেদারীতে

যখন দরবারে হাজির থাকতুম তখন হুজুরের কাছে চিত্রকলা, বাস্তুবিদ্যা, ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে যা শিক্ষালাভ করেছিলুম তাতে আমার এই সকল চারুকলার উপর বিশেষ অনুরাগ জন্মে গেছে।

রাজা

আচ্ছা, তাই বুঝি তুমি পুঁথিখানার অধ্যক্ষ বিরূপাক্ষকে স্বর্গীয় পিতামহের আদেশ-অনুসারে শিলমোহর-করা এই ঘরের ছবিগুলি দেখ্‌বার জন্যে এত চঞ্চলতা প্রকাশ ক'রেচ ?

বিরূপাক্ষ

হুজুর! শুধু চঞ্চলতা নয়, আমাকে শিবিরাজ-রাজস্বনির্ঘণ্ট কাব্যের টীকা রচনা করবারও অবসর পর্য্যন্ত ইনি দেন না। এ রকম করলে হুজুর—

রাজা

তা বেশ ত, না হয় আজ ঐ শিলমোহর-করা দরজাটার শিল আমার আদেশে খুলেই ফেল না?

চতুর্ভুজ

(খুব আনন্দ সহকারে) হাঁ,

হাঁ, পণ্ডিতজী, তা খুলেই ফেলুন না,—রাজ-আদেশ যখন—

বিরূপাক্ষ

না মহারাজ! আমার বৃদ্ধ পিতা নিজের হাতে অন্নদাতার স্বর্গীয় পিতামহের আদেশে এই ঘরে প্রাচীন মুসাব্বরদের আঁকা বিশেষ বিশেষ চিত্রগুলিকে বন্ধ ক'রে রেখে গেছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার অবহেলা করা হয়নি। আজ সেই শিলমোহর হুজুর, এই বৃদ্ধ বয়সে অধমকে দিয়ে আর কেন—

রাজা

তা বেশ, আমিই না হয় এই দ্বার নিজহাতে মোচন করচি।

[রাজা শিলমোহরটা ভেঙে দিতেই বিরূপাক্ষ একতাড়া চাবি. একটা লেফাফার শিলমোহর ভেঙে বার ক'রে অনেক চেষ্টা ক'রে তালাটা খুলে ফেল্লেন।]

বিরূপাক্ষ

(জনান্তিকে) সর্ব্বনাশ হ'ল! আর দেশের শিল্প দেশে আর স্থায়ী রইল না!

চতুর্ভুজ

(জনান্তিকে) আজ দেশের শিল্পের দ্বার দশের কাছে উন্মুক্ত হ'ল।

বিরূপাক্ষ

(জনান্তিকে) আর কোন্‌দিন কোন্ রাজ-বন্ধুর শুভাগমন হবে রাজদরবারে, আর তিনি রাজ-সমীপে চিত্রগুলির তারিফ করলেই এগুলি কর্পূরের মত উপে যাবে। (প্রকাশ্যে) হুকুম।

রাজা

(দ্বার খুলে) এখন এই ঘরের ভিতর থেকে একে একে চিত্রপট-গুলি বা'র করা হোক্।

যো হুকুম। (ঘর থেকে চিত্র বা'র ক'রে রাজসমীপে রেখে)

দৃষ্টিদান

এই দেখুন, এখানি নিদাস হোসেনের আঁকা সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের শিকারের ছবি। সম্রাটের খাস মোহর ছবিটির একপ্রান্তে দেওয়া আছে।

বিরূপাক্ষ

(আর একটি ছবি উঠিয়ে) হুজুর! এ যে দেখ্‌চি আবার রামহরের আঁকা রামলীলার ছবি!

রাজা

(আর একটি ছবি উঠিয়ে) বাঃ বাঃ, কী চমৎকার! এ যে মিরাণের আঁকা বাজপাখী!

চতুর্ভুজ

হুকুম! কি জীবন্ত এর ভাবটি! যেন মনে হচ্চে এখুনি সে যেন সারা আকাশের স্পর্শ লাভ ক'রে মেঘের রঙে ডানা দুটিকে রাঙিয়ে এসেচে।

রাজা

বাঃ বাঃ, এ যে একটি আঁকা-বাঁকা নদীর ছবি। যেন একটি বিদ্যুৎলহরী থমকে গিয়ে আকাশ বেয়ে মাটিতে নেমে এসে থেমে গেছে।

বিরূপাক্ষ

তাই ত, ছবি যে আর ফুরোয়

না! এ যে কোনো প্রাচীন বৌদ্ধযুগের ছবির নকল দেখছি।

রাজা

কি প্রাণবন্ত প্রকৃতিসঙ্গত এবং ভাবভঙ্গী-বিলাসদৃপ্ত রূপ-দক্ষের রূপ-রচনা।

চতুর্ভুজ

(একটি ছবির তাড়া খুলে একটি একটি ক'রে দেখে)

হুজুর, এই ছবিগুলিতে দেখছি যেন কোনো রাজার জীবনী পর পর বিবৃত করা হয়েছে।

রাজা

প্রথম চিত্রটিতে মনে হচ্চে

রাজা খুব বিলাস-উন্মত্ত। প্রেয়সী সখীদের সাবলীল নৃত্য-গীতোৎসবে রাজা একেবারে মত্ত।

বিরূপাক্ষ

দ্বিতীয় চিত্রটিতে রাজা বুদ্ধদেবের চরণপ্রান্তে উপদেশ-প্রার্থীর মত উপবিষ্ট। তৃতীয় ছবিটিতে মনে হচ্চে, তাঁর মনের মধ্যে যেন বৈরাগ্য ও ভোগের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েচে। তাই তিনি সেই কমনীয় রমণী-পরিবেষ্টিত কক্ষে রাজ্ঞীর সঙ্গে যেন কী গভীর বাদানুবাদে

নিযুক্ত। পরের ছবিটিতে রাজার সন্ন্যাসগ্রহণ ও গৃহত্যাগ এবং তার পরবর্ত্তী চিত্রে দেখা যাচ্ছে একেবারে 'সাত সমুদ্র তের নদী' পারে এক দ্বীপে তিনি একটি গভীর অরণ্যভূমিতে উপবিষ্ট; যোগিবেশে পূর্ণ বানপ্রস্থ অবলম্বন করেচেন।

চতুর্ভুর্জ

হুজুর, ছবিগুলি দেখলে মনে হয় যেন এইসব ঘটনা আমাদের চোখের সাম্‌নেই ঘট্‌চে।

রাজা

চতুর, তুমি বল ত, এইরূপ

শিল্পীদের যোগ্য শিল্পী আমার রাজ্যে কি এখন আছে ?

চতুর্ভুজ

হুকুম! আপনার অজ্ঞাত ত কিছুই নেই! তবুও আপনি আদেশ করলেই আমি চিত্র-শালায় শিল্পীদের তলব করতে পারি।

রাজা

হাঁ, আমি চাই এই মনস্থুরের আঁকা ইরাণী ফুলের ছবিটির নকল।

(দ্বারীর প্রবেশ)

দ্বারী

হুজুর! অন্দর মহলে রাজ-মাতার আদেশ এসেচে।

রাজা

বিরূপাক্ষ, চতুর্ভুর্জ, তোমরা শিল্পীদের কাল ভোরে আমার খাস বৈঠকে রঙমহলের দালানে হাজির হ'তে বোলো।

বিরূপাক্ষ ও চতুর্ভুর্জ

যে আজ্ঞে হুজুর!

রাজা

দ্বারী, যাও, রাণীমাতাকে আমার নমস্কার জানাও গিয়ে।

দ্বারী

যেজ্ঞে হুজুর !

(দ্বারীর প্রস্থান)

চতুর্ভুজ ও বিরূপাক্ষ

জয় জয়, রাজ-রাজেন্দ্রের জয় !

(নমস্কার ও রাজার প্রস্থান)

চতুর্ভুজ

পণ্ডিতজী, মহারাজের শিল্পানু-রাগ অনুকরণীয় ।

বিরূপাক্ষ

কিন্তু তাই ব'লে তাঁর এতদিনের শীলমোহর ভেঙে প্রাচীন চিত্রগুলিকে বাইরে

প্রচার ও প্রকাশ করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

চতুর্ভুর্জ

তবে কি তুমি পণ্ডিতজী, বলতে চাও যে এগুলি কীট-দংশিত হ'য়ে পুঁথিখানায় পরকালের পরপারে সাক্ষ্য দিতে গেলেই ভাল হ'ত ?

বিরূপাক্ষ

কিন্তু দেখ, রাজা যেমন রক্ষা করেন, তেমনি অজ্ঞাতসারে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বে ক্ষতিও অনেক ক'রে থাকেন।

চতুর্ভুজ

কেন ?

বিরূপাক্ষ

দেখ না, ঐ আমাদের ধ্বজা যদি ওঁর সুনজরে না পড়ত, ত হয়ত কাব্যচূড়ামণি, তর্কালঙ্কার বা একটা কিছু না কিছু সে নিশ্চয় হ'তে পারত, কিন্তু—

চতুর্ভুজ

কেন ? এখনই বা তার হ'তে বাধা কি আছে ?

বিরূপাক্ষ

আরে, আসলে মহারাজা তাকে সহসা রাজকবি সভার

দৃষ্টিদান

সদস্থ যদি না করতেন ত ঐ যুবকের শিক্ষা পুরোপুরি হ'তে পারত,—এতে সে অহঙ্কারই সঞ্চয় করলে বিদ্যার জায়গায়।

চতুর্ভুজ

কিন্তু, কেন পণ্ডিতজী? তার রচনার তারিফ সেদিন অজয়গড়ের প্রাচীন রাজকবি সবীরসেন ত করছিলেন?

বিরূপাক্ষ

আরে, সেটা কি তার কাব্যের জন্যে,—না রাজ সভামর্য্যাদা লাভের জন্যে।

চতুর্ভুজ

তা সত্যি, কিন্তু দেখ এই রাজ্যে রাজার সাহিত্য শিল্প-দর্শন-চর্চ্চার ফলে কত পণ্ডিত, দার্শনিক, শিল্পী আজ অন্নলাভ করচে।

বিরূপাক্ষ

আর কত পণ্ডিত ও শিল্পীর প্রতিভা ফুলদানীতে তোলা কুঁড়িতে ফোটানো ফুলের মত অকালে বিনষ্ট হচ্চে তার আর ইয়ত্তা নেই।

চতুর্ভুজ

তবে কি বলতে চাও, রাজ-

দৃষ্টিদান

অনুগ্রহ ছাড়াও এগুলি গড়ে উঠ্‌তে পারত ?

বিরূপাক্ষ

তা পারত। মরুতেও ফুলের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠ্‌তে পারে সহজ সরস অন্তঃসলিলধারা লাভ ক'রলে। কিন্তু সেই বীজই অতিরিক্ত সারযুক্ত রাজোদ্যানে পড়লে হয়ত তাতে পাতাই গজিয়ে উঠ্‌বে, ফুল আর ফুট্‌বে না।

(দূরে গীত শুনে দু'জনে স্থির হ'য়ে রইলেন)

—উনিশ—

দৃষ্টিদান

(দূরে গীত)

কে উঠে ডাকি

মম বক্ষোনীড়ে থাকি,

করুণ মধুর অধীর তানে

বিরহ-বিধুর পাখী !

নিবিড় ছায়া গহন মায়া

পল্লবঘন নির্জ্জন বন,

শান্তগহন কুঞ্জভবনে

কে জাগে একাকী !

যামিনী বিভোরা

নিদ্রাঘন-ঘোরা,

ঘন তমাল-শাখা,

নিদ্রাঞ্জন মাখা।

স্তিমিততারা চেতনাহারা

পাণ্ডুগগন তন্দ্রামগন,

চন্দ্রশ্রান্ত দিক্‌ভ্রান্ত

নিদ্রালস আঁখি॥

চতুর্ভুর্জ

(গীত শেষ হ'তেই) পণ্ডিতজী, দরবারের দৌলতে গীতটাও কি আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে বেঁচে নেই ?

বিরূপাক্ষ

হাঁ, তা আছে সত্য, কিন্তু তানসেন যিনি, তিনি দরবারে কখনো জন্মান নি।

চতুর্ভুর্জ

আচ্ছা, আজ তা'হলে আসি পণ্ডিতজী! আমায় আবার শিল্পীদের কাছে রাজ-আদেশ নিয়ে যেতে হবে। নইলে—

বিরূপাক্ষ

হাঁ, তাদের বোলো যেন তারা যথাসময়ে তাদের আঁকা চিত্রপট নিয়ে রাজসমীপে হাজির হয়।

[পুঁথিখানার অন্তরালে গান]

নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে,
তারি মধু কেন মন-মধুপে খাওয়াও না ?
নিত্যসভা বসে তোমার প্রাঙ্গণে,
তোমার ভৃত্যেরে সেই সভায় কেন গাওয়াও না ?
বিশ্বকমল ফোটে চরণচুম্বনে,
সে যে তোমার মুখে মুখ তুলে চায় উন্মনে,
আমার চিত্ত-কমলটিরে সেই রসে,
কেন তোমার পানে নিত্য চাওয়া চাওয়াও না ?
আকাশে ধায় রবি তারা ইন্দুতে,
তোমার বিরামহারা নদীরা ধায় সিন্ধুতে,

তেমনি ক'রে সুধাসাগর সন্ধানে,
আমার জীবনধারা নিত্য কেন ধাওয়াও না ?
পাখীর কণ্ঠে আপনি জাগাও আনন্দ
তুমি ফুলের বক্ষে ভরিয়া দাও সুগন্ধ ;
তেমনি ক'রে আমার হৃদয় ভিক্ষুরে
কেন দ্বারে তোমার নিত্য প্রসাদ পাওয়াও না ?

[প্রণামান্তে চতুর্ভুজের প্রস্থান ও যবনিকা পতন]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[রাজপ্রাসাদে রাজা ও রাজপুত্র সুনন্দন]

রাজা

তোমার ওস্তাদ প্রবীর যে গানগুলো শিখিয়েছিলেন, তা কি তোমার মনে আছে ?

স্থনন্দন

হাঁ বাবা, আমায় তিনি সেই কবি ভানুরাজের গান যা শিখিয়েছিলেন তা আমার বেশ মনে আছে।

রাজা

আমায় শোনাও দেখি।

[স্থনন্দনের গীত]

আর নাই রে বেলা, নামল ছায়া
ধরণীতে।
এখন চল্ রে, ঘাটে কলসখানি
ভ'রে নিতে।
জলধারার কলস্বরে
সন্ধ্যা-গগন আকুল করে,
ওরে, ডাকে আমায় পথের পরে
সেই নদীতে।

এখন বিজন ঘরে করে না কেউ
আসা-যাওয়া,
ওরে, প্রেম-নদীতে উঠেচে রে,
উতল হাওয়া ।
জানিনে আর ফিরবো কিনা
কার সাথে আজ হবে চিনা
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা
তরণীতে ।
এখন চল্ রে, ঘাটে কলসখানি
ভ'রে নিতে ।

সুনন্দন

(গীত সমাপ্তে) বাবা, আমার বড় ইচ্ছে হয় যে, সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রবিদ্যাটাও শিখি ।

রাজা

তা বেশ ত, আমি যদি ওস্তাদ মন্‌সুরের মত বিচক্ষণ শিল্পী কাউকে পাই ত তাকে দিয়ে তোমায় নিশ্চয় চিত্রবিদ্যা শেখাব।

সুনন্দন

চিত্রবিদ্যা আমার বড় ভাল লাগে।

রাজা

হ্যাঁ, চিত্র সীমার মধ্যে অসীমের আনন্দকে ধ'রে রাখে; শিল্পীর শিক্ষাসংযত সংস্থিতির উপর শিল্পের উৎকর্ষ। ভাব-লাবণ্য,

বর্ণিকাভঙ্গ যোগে তবে ছবিটি ছবি হয়।

স্থনন্দন

শিল্পীরা বাবা, কি ক'রে এই ভাল-লাবণ্যকে পায় ?

রাজা

তা তারাই জানে না। সেটা তাদের অনুভূতির জিনিষ—সাধনার শিক্ষার ধন সেটা।

স্থনন্দন

আচ্ছা রাজন্, সব শিল্পীই কি এই রসের রসিক ?

রাজা

স্থনন্দন, তা'হলে ত সবাই

শিল্পী অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্যে দক্ষ হয়ে যেতো। দেখ্‌বার লোকের চেয়ে দেখাবার লোকই দুনিয়ায় ভরে উঠ্‌তো—এবং কেউ দেখতে চাইত না ব'লে দ্বন্দ্ব বেধে যেতো —ছন্দ, ভাব আর থাকত না।

সুনন্দন

দেখ্‌বারও কি একটা সাধনা নেই বাবা?

রাজা

হ্যাঁ, আছে, এবং সে সাধনা আরো কঠিন। তাতে শিল্পীর চেয়েও কল্পনাশক্তির ভাবশক্তির প্রাচুর্য্যের দরকার হয় শিল্পীকে

বুঝতে এবং শিল্পকে জানতে। শিল্পীর প্রতি সহানুভূতি না থাকলে কেউ তার শিল্পকে বুঝতে পারে না। কবি ভাস তাই বলেচেন—

"সুলভ জগতে সুকাজ করার লোক,
দুর্লভ শুধু তাহা দেখিবার চোখ।"

সুনন্দন

রাজন্! দ্বারী অনেকক্ষণ আপনার জন্যে অপেক্ষা করচে।

রাজা

ডাক তাকে।

(দ্বারীর প্রবেশ)

দ্বারী

হুজুর, চিত্রাগারের চিত্রকর অগ্নিহোত্রীজী, জীমূতনাথজী, শ্রীনাথজী প্রভৃতি মহারাজের চরণদর্শন-প্রার্থী।

রাজা

বেশ, তাদের নিয়ে এস।

(দ্বারীর প্রস্থান)

[চিত্রকরদলের বগলে ছবির তাড়া নিয়ে প্রবেশ ও কুর্ণিশ করণ]

চিত্রকরদল

জয় রাজরাজেন্দ্র অন্নদাতাজীর জয়।

রাজা

বোস তোমরা।

চিত্রকরদল

(উপবেশনান্তে) হুজুরের আদেশলাভ করতে হাজির হয়েচি।

রাজা

বেশ, দেখি তোমাদের কাজ কিছু এনেচ তোমরা ?

অগ্নিহোত্রী

(রাজার সাম্‌নে ছবি বা'র ক'রে) হুজুর এই ক'খানা সামান্য ছবি এনেচি, হুকুম হয়ত—

জীমূত

আমি যা এই প্রাচীন 'খাকা' থেকে দুচারটে এঁকেচি হুজুর, তাই—

শ্রীনাথ

হুজুর, এই সামান্য কখানি রামলীলার ছবি—রাওয়াল সাহেবের জন্যে আঁকা—

৪র্থ শিল্পী

রাজমাতার জন্যে গীত-গোবিন্দের ক'খানা যা এঁকেচি তাই নিবেদন করতে—

৫ম শিল্পী

হুজুর, এই—

চিত্রকরদল

রাজ-অনুগ্রহে হুজুর, আমাদের কিছুরই অভাব নেই।

রাজা

হ্যাঁ, তা এখন তোমরা আমার জন্যে একটি মন্‌সুরের আঁকা ছবির নকল ক'রে দিতে পারবে কি ?

চিত্রকরদল

নকল ? হুজুর হুকুম করলে কত শত আসল ছবি আমরা এঁকে দিতে পারি।

রাজা

তা জানি। কিন্তু তোমাদের

বাপদাদার পুরানো 'খাকা' দেখে এঁকে এঁকে যে কী দশা হয়েচে তা তোমাদের বোঝ্‌বারই ক্ষমতা নেই।

চিত্রকরদল

কি করি অন্নদাতা, পেটের দায়ে।

রাজা

হাঁ তা জানি। তাই তোমাদের আজ পরখ করবার জন্যেই আমি ডেকেচি। প্রহরী—

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী

হুজুর !

রাজা

যাও, চিত্রাগারের হাকিম চতুর্ভুজকে ডেকে দাও। আর বল, যেন মন্‌সুরের ছবিখানি সঙ্গে নিয়ে আসেন।

প্রহরী

হুকুম !

(প্রহরীর প্রস্থান)

সুনন্দন

[এতক্ষণ শিল্পীদের আঁকা ছবিগুলি একে একে ব'সে দেখছিলেন ; সবাইকে নীরব থাকতে দেখে]

রাজন্, আপনি কি তাহ'লে

বলতে চান যে, এইসব ছবি-
গুলির কোনো মূল্য নেই ?

রাজা

হ্যাঁ, মূল্য আছে, কিন্তু প্রাণ
নেই।

সুনন্দন

কেন ?

রাজা

কেননা, শিল্পীর প্রাণের
সাড়ায় গড়া সব শিল্পেই একটি
অভূতপূর্ব্ব স্পন্দনের সন্ধান
পাওয়া যায়—যেটা তার পরবর্ত্তী
নকলে অনুভব করা যায় না।

দৃষ্টিদান

নকলটিতে থাকে কলাকৌশলের যান্ত্রিক ছলনা।

চিত্রকরদল

হুজুর! এটি আমাদেরই দুর্ব্বলতা!

রাজা

না, তোমাদের কোনো দোষ দিই না। তোমাদের কাছে দেশ যদি না চায়—রাজা যদি না দাবী করেন, ত তার ফলে এই নির্জ্জীবতা আসতে বাধ্য।

(ছবি হস্তে চতুর্ভুজের প্রবেশ)

চতুর্ভুজ

অন্নদাতার জয় হোক।

(কুর্ণিশ ও উপবেশন)

রাজা

চতুর, এঁদের এই চিত্রটি প্রত্যেককে তুদিন ক'রে দেখবার সময় দেওয়া হোক। এঁরা ছবিটি দেখার পর মন থেকে আঁক্‌বেন।

চতুর্ভুজ

যে আজ্ঞে।

চিত্রকরদল

হুজুর! চিত্রগারে প্রদর্শনী-গৃহে এটিকে টাঙিয়ে রাখার অনুমতি হোক্‌।

রাজা

বেশ, চতুর, একমাস এটিকে
প্রদর্শনী-গৃহে রাখ।

চতুর্ভুজ

তাই হবে হুজুর!

চিত্রকরদল

হুজুর! অন্নদাতার আশীর্ব্বাদে
মনসুরের ছবি এঁকে আমরা
খিলাৎ পাব এই ভরসা।

রাজা

আমি তাই চাই।

[চিত্রকরদল "যো হুকুম" ব'লে কুর্ণিশ
ক'রে প্রস্থান করলে।]

রাজা

চতুর, দেখ, এদের দ্বারা যদি

এই চিত্রটির নকল হয় ত ভালই, নচেৎ রাজ্যে ঘোষণা করে দিতে হবে যদি কেউ—

চতুর্ভুর্জ

হুজুর! আমার বিশ্বাস এদের মধ্যে নিশ্চয় কেউ না কেউ এই চিত্রের নকল অনায়াসে ক'রে দিতে পারবেন। (খানিকক্ষণ নীরবে থেকে) হুজুর! মন্ত্রী রুদ্রদমনজী রাজকার্য্য নিয়ে হুজুরের প্রতীক্ষায় আছেন।

রাজা

বল গিয়ে আমার শরীর-মন বড়ই ক্লান্ত, আমি একদণ্ড

পরে উজির দেউড়ীর খাস দরবারে হাজির হব। (পুত্রের প্রতি) বৎস! তুমি আজ আমায় কবি ভানুরাজের আর একটি গান শোনাও। তাঁর গানের ভিতরকার দরদটি যেন প্রাণে গিয়ে স্পর্শ করে!

যুবরাজের গীত

আমার মুখের কথা তোমার
নাম দিয়ে দাও ধুয়ে,
আমার নীরবতায় তোমার
নামটি রাখ থুয়ে।
রক্তধারার সঙ্গে আমার
দেহ-বীণার তার
বাজাও আনন্দে তোমার
নামেরি ঝঙ্কার।

দৃষ্টিদান

ঘুমের পরে জেগে থাকুক
নামের তারা তব,
জাগরণের ভালে আঁকুক
অরুণলেখা নব ।
সব আকাঙ্ক্ষা আশায় তোমার
নামটি জ্বলুক শিখা ।
সকল ভালবাসায় তোমার
নামটি রহুক লিখা ।
সকল কাজের শেষে তোমার
নামটি উঠুক ফ'লে,
রাখব কেঁদে হেসে তোমার
নামটি বুকে কোলে ।
জীবন-পদ্মে সঙ্গোপনে
র'বে নামের মধু,
তোমায় দিব মরণ ক্ষণে
তোমারি নাম বঁধু ॥

(দ্বারীর প্রবেশ)

দ্বারী

হুজুর, স্থপতি ধীরাজ ও দার্শনিক উদয়ন এসেচেন আপনার চরণ দর্শন করেতে।

রাজা

বেশ, তাদের আমার নিকট আন।

ধীরাজ ও উদয়ন

নমস্তে অন্নদাতা, নমস্তে!

রাজা

বোস, তোমরা বোস! বল ধীরাজ, আমার মন্দির-প্রাঙ্গণের পৈঁঠার উপর দু'ধারে দুটি নৃত্যরতা নগ্ন নারীমূর্ত্তি যোজনা করে দিয়ে ভাল দেখাচ্চে ত?

ধীরাজ

হুকুম! তা আপনি যেরূপ বলেছিলেন ঠিক্ সেইরূপটিই ক'রে দিয়েচি। শিল্প-সংস্থিতি শাস্ত্রমতে যদিও—

রাজা

আহা তা হোক্‌গে—ঐ তোমাদের একটা কুসংস্কার লোহার বেড়ীর মত তোমাদের চেপে ব'সে আছে। নতুন একটা কিছু করতে গেলেই—

ধীরাজ

হুজুর! তা ঠিক্,—তবে যদি অপরাধ না নেন ত—

রাজা

বল, বল,—

ধীরাজ

ওটাতে বেজায় ইরাণী ঢঙ এনে ফেলেচে। প্রাচীন বাস্তুবিদ্যা শাস্ত্রে মনুষ্যালয়চন্দ্রিকা পুঁথিতে হুজুর—

রাজা

উদয়ন, তুমি ত একজন দর্শন-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তুমি বল ত এতে দোষ কি আছে? তুর্কী ইরাণ চীন জাপান প্রভৃতি সব দেশের সঙ্গেই যখন আমাদের এখন কারবার, তখন তাদের দু' একটি

জিনিষ আমাদের নিজেদের জিনিষের সঙ্গে প্রচলন করলে দোষ কি ?

উদয়ন

হুকুম ! সার্ব্বজনীন বিশ্ব-প্রেমের ভাব মানতে হলে শাস্ত্রেই ত আছে—বসুধৈব কুটুম্বকম্ ।

রাজা

না না, তা বলচিনে । তবে কিনা মিলে মিশে যদি ভাল একটা কিছু গ'ড়ে ওঠে—

উদয়ন

তাছাড়া শাস্ত্রে একথাও আছে—

রাজাদেশাৎ কৃতে কার্য্যে
নাপি দোষঃ কদাচন।

ধীরাজ

কিন্তু হুজুর শিল্পরত্নের দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ে আছে ঃ—

দ্বারপালকমধ্যাদিষন্তরালে প্রকীর্ত্তিতাঃ
চণ্ডপ্রচণ্ডরথনেমিসুপাকজস্তং
দুর্গাগণেশরবিচন্দ্রমহানুভাবাঃ
সর্ব্বেশ্বর সুরপতিশ্চ তথা দশৈতে
প্রকারমকমুখ গোপুর কল্পনীয়াঃ॥

উদয়ন

আহা! তাহ'লে কি হয়!

ধীরাজ

কিন্তু শিল্পশাস্ত্রে আছে—

নগ্নং তপস্বীলীলাঞ্চ ন কুর্য্যাম্মনুষালয়ে
ভিত্তাদৌ তত্র লেখ্যং স্যাচ্চিত্রং চিত্রতরাকৃতিঃ।

রাজা

ঐ দেখ, তোমাদের শাস্ত্রের শস্ত্র এমন ভয় দেখায় যে, তোমরা তাকে ছাড়িয়ে এক পাও এগিয়ে চলতে পার না।

উদয়ন

দেখ না ধীরাজ! মেঘপ্রতিচ্ছন্দ প্রাসাদ রচনাকালে রাজাদেশ-মত ঝরোখার অলিন্দের উপর দুটি কপোত কপোতীর চিত্র জুড়ে দিয়ে কেমন সুন্দর হয়েছে। তা ছাড়া তাঁরই হুকুম মত প্রতি

সহরের তোরণের উপর ময়ূর-ময়ূরীর নৃত্যের প্রস্তরউৎকীর্ণ মূর্ত্তি যোজনা ক'রে কত সুন্দর ক'রে তোলা হয়েচে।

রাজা

তাহ'লে উদয়ন, তুমি এগুলি সব অনুমোদন করেছ ?

উদয়ন

অন্নদাতা, আপনার মত এমন বিচিত্র নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার কাছে পরাস্ত কে না হয় ?

ধীরাজ

কিন্তু শাস্ত্রে—

রাজা

দেখ ধীরাজ, আপাতত আমি যা' বলি তাই ক'রেই দেখনা। শাস্ত্র ত তোমার আছেই, কেউ ত আর তা' কেড়ে নিচ্চে না?

ধীরাজ

যো হুকুম! আদেশ পালনে দাস সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

রাজা

ধীরাজ, শিল্প-শাস্ত্র সৃষ্টি হবার আগে শিল্প সৃষ্টি হয়েচে, শিল্পের আগে শাস্ত্র হয়নি এটা জেনো।

উদয়ন

হুকুম। বাঁধাপথে চলবার বাধা নেই, তাই শাস্ত্রের বাঁধা নিয়ম মেনে চলার সহজ সুলভ শিক্ষা এদের এত পেয়ে বসেচে !

রাজা

কিন্তু তাই ব'লে কি শিল্পের মধ্যে একটা সংযম নেই ? তা' আছে বই কি। সংযমই শিল্পেব সুসংস্থান।

উদয়ন ও ধীরাজ

হুজুরের অনুমতি হয় আজ আমরা আসি। (উঠিয়া)

—একাঙ্ক-

জয়, জয়, মহারাজ অন্নদাতাজীর জয়!

(নমস্কারান্তে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

[সহরের পথ ; কতকগুলি সহরের লোক]

প্রথম লোক

ভাই শুনেচিস্, রাজা আবার কবির লড়াইয়ের মত ছবির লড়াই বাধিয়ে বসেচেন।

দ্বিতীয় লোক

ওদিকে আবার রাঠোরের রাওলজি যে রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করচে তা' শুনেচিস্ ত?

তৃতীয় লোক

আরে ভাই, কি আর বলি বল। তার উপরে আবার রাজ-দরবারের দলাদলি—হাকিমদের অবিচার, দেশে দুর্ভিক্ষ!

[এমন সময় একটি কুব্জা স্ত্রীলোককে পথ দিয়ে যেতে দেখে]

দ্বিতীয় লোক

ওরে খেঁদি, তোর ছেলে যে বেল চুরির মামলায় ধরা পড়েছিল,—তার কি হ'ল?

কুব্জা

আর হবে কি বাছা! এ রাজ্যিতে কি আর সুবিচার

আছে? তারে দু'মাসের ফাটক দিয়েছে, বাছা!

(অঞ্চলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ক্রন্দন)

কি অবিচার! কি অবিচার!

(কুব্জার প্রস্থান)

দ্বিতীয় লোক

আরে ভজা, তোকে ত আমি বলেইচি যে, ছবি-কবি-টবি নিয়ে রাজা মেতে থাক্‌লে কোন্‌দিন আমাদেরও সেই সঙ্গে হাউইয়ের মত ভাবরাজ্যে উড়ে যেতে হ'বে।

তৃতীয় লোক

কিন্তু দেখ, আমায় কাল

পণ্ডিতজীর 'খাওয়াস' বলছিল যে, এতে নাকি দেশের মঙ্গল হবে—দেশের শিল্পী কারিগরেরা খেতে পাবে।

প্রথম লোক

আরে মোলো! শিল্পী কারিগরের পেট ভরলেই কি দেশের অকাল ঘুচ্‌বে।

দ্বিতীয় লোক

আরে ভাই, আমরা চাষাভূষো—অত শিল্পী-টিল্পী বুঝিনে। রাজপ্রসাদের খুদকুঁড়োও আমাদের জন্যে আর বাকী

রইল না। এখন আমরা যাই কোথা ?

তৃতীয় লোক

আরে, যাব আর কোথা! ঐ দেখ্‌না ওদিকে ঐ গোয়েন্দার মত পাওনাদার আহির আসচে আমাদের ধরতে। সুদশুদ্ধ আদায় ক'রে তবে ছাড়বে।

প্রথম লোক

তাইত ভাই, ছা'পোষা লোক আমরা, কোথা থেকে নগদ পয়সা জোটাই বল ?

দ্বিতীয় লোক

তাইত!

—ছাপার—

(আহিরের প্রবেশ)

আহির

এই যে ভজা যে, বলি টাকাটা আর কতকাল আট্‌কে রাখবে ? আরে রামু যে ! তাইত, বলদ কেনার দরুণ টাকার সুদ যে অনেকগুলো হ'ল বাপু !

তৃতীয় লোক

ভাই, দি কোথা থেকে। আমরা ত আর চিত্রকর নই যে রাজ-অনুগ্রহে একেবারে ফেঁপে উঠেছি ; ভাই, আমাদের মুটেমজুরী ক'রে খেতে হয়— পেটেই বা দিই কি, আর

তোমায় বা দিই কি দাদা, তাই বল ত?

দ্বিতীয় লোক

আর এদিকে ত শুনেচিস্, রাজার বিরুদ্ধে কি চক্রান্ত চলচে!

প্রথম লোক

আবার একটা সেই সন আশিশালের মত লড়াই না বাধ্‌লে বাঁচি।

তৃতীয় লোক

তাহ'লে ত চিত্তির বে, চিত্তির!

—আটায়—

প্রথম লোক

কেন! তখন চিত্রকরদের আঁকা চিত্রকলার চিত্তিরগুলো চিত্রশালায় ব'সে ব'সে দেখবি'-খন—কি বল্ ? ভয় কি তোদের ?

আহির

নাঃ, ওসব চালাকি আমি শুনচিনে বাপু! সুদের সুদ আদায় ক'রে নেব—দেখি কে ঠেকাতে পারে আমায়।

(আহিরের প্রস্থান এবং ঢেঁট্‌রা পিটিতে পিটিতে একটি লোকের প্রবেশ)

ঢেঁট্‌রাওয়ালা

রাজ-আদেশ এই যে, যে শিল্পী বসন্তকালের একটি চিত্র এঁকে দিতে পারবে তাকে তিনি জায়গীর আর খেলাৎ দেবেন। সে চিরকাল রাজশিল্পী হ'য়ে দরবারে আসন পাবে।

প্রথম লোক

কেন গো! আমাদের চিত্রাগারের চিত্রকর অগ্নিহোত্রীজী জীমূতনাথজা, শ্রীনাথজী থাকতে ছবির জন্যে আবার দামামা পিট্‌তে হচ্চে কেন?

তৃতীয় লোক

তাঁরা ত কোন্ এক মোগলাই তস্‌বীরের নকল ক'রে দিয়ে রাজার কাছে খেলাৎ পেয়েচেন শুনলুম।

ঢেঁট্‌রাওয়ালা

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, রাজা তাতে সন্তুষ্ট নন ব'লেই এই নতুন খেলাৎ ঘোষণা করেচেন, যে পার এগিয়ে এস।

দ্বিতীয় লোক

আরে ভাই, লাঙ্গল ছেড়ে যদি তুলি ধরতুম, খেতের চাষ ছেড়ে ছবির চাষ করতুম, ত

আজ আমাদের কপাল ফিরে যেতো রে—ফিরে যেতো!

তৃতীয় লোক

তাই ত রে, রাজা এতগুলো পটুয়া পুষচেন কিন্তু কেউ-ই কি একটা ছবিও নকল করতে পারচে না?

ঢেঁট্রাওয়ালা

হ্যাঁ গো, যদি ওরা পারত তাহ'লে আমায় এই ঢাকবাদ্যি ঘাড়ে ক'রে এই দুপুরে রোদে রোদে গলাবাজি ক'রে বেড়াতে হ'ত না।

প্রথম লোক

এতক্ষণ তাহ'লে তোকে সেই নিবে মামার আখ্‌ড়ায় দেখতে পেতুম রে !

ঢেঁট্‌রাওয়ালা

হ্যাঁ রে হ্যাঁ, তবে যাই, ওদিকে আবার সহরের আনাচে-কানাচে অলি-গলিতে হুলিয়া করতে হবে।

প্রথম লোক

নিবে মামার চিলিমগুলো তাহ'লে উপোসী থাকবে যে !

দ্বিতীয় লোক

যা ভাই ভজা, ওকে যেতে দে।

—শেষ—

(ঢাকীর প্রস্থান এবং একদল বালকের কোলাহল করতে করতে প্রবেশ)

বালকের দল

ওরে ভাই, চ' ভাই চ' রাজ-দেউড়ীতে ছবি দেখে আসি চ'—

প্রথম লোক

ওরে, তোরা আবার কোথা চলেচিস্ রে ?

প্রথম বালক

আমরা ছবি আঁকব বসন্তকাল, কেমন মজা হবে !

দ্বিতীয় বালক

হ্যাঁ, রাজা মাথায় পরিয়ে দেবেন শিরোপা।

তৃতীয় বালক

ছবি এমন আঁকব যে, দেখে সবাই অবাক্ হয়ে যাবে।

চতুর্থ বালক

আয় ভাই, সেই বসন্তের গানটা একবার আমরা গাই।

বালকদের গান

আয়রে তবে মাত্‌রে সবে আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।
পিছনপানের বাঁধন হ'তে
চল্ ছুটে ঐ বন্যাস্রোতে,
আপ্‌নাকে আজ দখিন হাওয়ায়
ছড়িয়ে দেরে দিগন্তে।
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে॥

—পরবর্তি—

বাঁধন যত ছিন্ন কর আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।
আকুল প্রাণের সাগর-তীরে
ভয় কিরে তোর ক্ষয় ক্ষতিরে,
যা আছে রে, সব নিয়ে তোর
ঝাঁপ দিয়ে পড় আনন্দে,
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।

দ্বিতীয় লোক

ভজা, চ' ভাই! এদের এই ঝামেলির ভিতর থেকে প্রাণ বেরুবার যো হ'ল।

১ম লোক

হ্যাঁ ভাই, মহারাজ দেখ্‌চি ছেলেবুড়ো সবাইকে ক্ষেপিয়ে তুলচেন।

—ছেষট্টি—

দ্বিতীয় লোক

ছবি—কবি—এসব বুঝিনে বাপু।

ছেলেরা

ওহে! তোমরা আমাদের রাজার কাছে নিয়ে চল না।

প্রথম লোক

হ্যাঁ শেষটা আমাদের প্রাণ যাক্ আর কি? ছবিটবি আমরা বুঝিটুঝিনে বাপু।

তৃতীয় লোক

চাষাভূষো লোক ক্ষেত-খামারের কথাই জানি।

প্রথম ছেলে

দেখ, সেদিন আমাদের গুরু-মশাই একটি বড় দরবারী শিল্পীর ছবি আমাদের দেখাচ্ছিলেন, আর তার ব্যাখ্যা করছিলেন।

প্রথম লোক

ওঃ বটে? তবে ত আর নবীন পণ্ডিতজীর কাছে নেলো-ভুলোকে পাঠানো হবে না!

দ্বিতীয় লোক

আরে ভাই, তাই বলি আমা-দের খগা লাউডগা দিয়ে, শিম-পাতার রস দিয়ে বাড়ীর দেয়ালময় কি লেখে। কাগাবগা

এঁকে খগা আমার দেয়ালের মাটি আর পরিপাটি রাখতে দিলে না।

তৃতীয়লোক

না ভাই, কোথায় যে যাই তা ভেবে পাচ্ছিনে! (একটি ছেলের চিবুকে হাত দিয়ে) বাসন্তী-দেবীর ছবি এঁকে কি পেট ভরবে বাবারা, যাতে ঘরে লক্ষ্মী আসেন তার জন্যে কি কর্‌চিস্‌?

ছেলেরা

আমরা ছবি আঁকবো; আমরা লক্ষ্মী-টক্ষ্মী জানিনে কিছু—

দৃষ্টিদান

ছেলেদের তুড়ি দিতে দিতে গান
গাইতে গাইতে প্রস্থান]

ছেলেদের গান

ভালমানুষ নইরে মোরা
ভালমানুষ নই ।
গুণের মধ্যে ঐ আমাদের
গুণের মধ্যে ঐ ।
দেশে দেশে নিন্দে রটে,
পদে পদে বিপদ ঘটে,
পুঁথির কথা কইলে মোরা
উল্টো কথা কই ।
জন্ম মোদের ত্র্যহস্পর্শে
সকল অনাসৃষ্টি,
ছুটি নিলেন বৃহস্পতি
রইল শনির দৃষ্টি ।
অযাত্রাতে নৌকো ভাসা
রাখিনে ভাই, ফলের আশা,
আমাদের আর নাইরে গতি
ভেসেই চলা বই ।

—সত্তর—

প্রথম লোক

ভাই, চ' ওদিকে আবার ঢাকের বাদ্যি সুরু হ'ল, এদিকে ঘরে আবার ছুঁচোর কেত্তন না হয়!

তৃতীয় লোক

কেনরে, তোর তো ঘরে জবর পাহারা; ঘর কেন, পাড়াপ্রতিবেশীদেরও নাকি তাঁর নথনাড়ার দাপটে তটস্থ থাক্‌তে হয়।

প্রথম লোক

তা ভাই সত্যি, ছেলেবেলার গুরুমশাই আর এখনকার এই ঘরের গোঁসাই, বাট্‌খারায়

চড়ালে ওজনে বেশ-কম কেউ যে হবেন বলে' ত মনে হয় না।

দ্বিতীয় লোক

ভাই, এখন বল্ ত এই রাজ্যে চিত্রকর, আর কারিগর যদি ছেয়ে ফেলে ত আমাদের দশা কি হবে ?

প্রথম লোক

রাজাকে এখন কে বোঝায় বল ?

দ্বিতীয় লোক

কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে ভাই।

তৃতীয় লোক

দেখ্ এক কাজ করা যাক্, চ'

আমাদের সহরতলীর মোড়ল-দার সঙ্গে একবার এ বিষয়ে পরামর্শ করা যাক্!

প্রথম লোক

চ' ভাই চ'।

দ্বিতীয় লোক

ঐ দেখ, রাজদেউড়ির চৌরাস্তার উপর কত ভীড়, সবাই যাচ্চে—রাজার মন যোগাতে পট এঁকে।

তৃতীয় লোক

ভাই, আমাদের পটে কাজ নেই, তার চেয়ে চট্‌পট্ ঘরে ফিরে যাওয়া যাক্।

দ্বিতীয় লোক

যা ভাই, তুই বেজায় ঘরকুণো।

প্রথম লোক

ঐ যে শশাঙ্ক আস্‌চে আমাদেরই খোঁজে।

(শশাঙ্কের প্রবেশ)

দ্বিতীয় লোক

কি হে শশাঙ্ক, তুমিও অঙ্কন-শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য দেখাতে দরবারে ছুট্‌চো নাকি ভাই।

শশাঙ্ক

না ভাই, আমি যাচ্চি ঠিক্ বিপরীত কাজে। কর্ণরথপুরের

বীরধড় সিংহের সঙ্গে আমাদের রাজার রাজনৈতিক কোনো অনৈক্য ঘটেচে। আমার উপর ভার পড়েচে সেটা মেটাতে, তাই দৌত্যগিরি করতে যাচ্চি।

প্রথম লোক

ভাই, ছিলে রাজ-পেয়াদা, এখন হয়ে গেলে রাজদূত ; শেষে না তোমাকেও ভূতে পায়, দাদা !

শশাঙ্ক

আরে ভাই, তাতে কি, পঞ্চভূতের এক ভূত ত আমাদের কোনোদিন-না-কোনোদিন হ'তেই হবে। তবে অদ্ভুত

দৃষ্টিদান

কিম্ভূত একটা কিছু না হ'লেই হ'ল।

প্রথম লোক

না, বলচি কি, আঁকা কবিতা লেখার বায়ুতে তোমায় না পেয়ে বসে!

শশাঙ্ক

আরে না দাদা! ঐ সব বায়ু সেবন আমার ধাতে নেই। ত্রেতাযুগে ছিল পবনের বেটা পবননন্দন, তার সঙ্গে সঙ্গেই তার কাণ্ডটাও শেষ হয়ে গেছে।

—ছিন্নাক্তর—

প্রথম লোক

আরে সেই থেকে যেতে বলচি —চ'নারে, বেলা ব'য়ে যাচ্ছে।

শশাঙ্ক

চ' ভাই চ'।

(সকলের গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

ও কেন চুরি ক'রে চায়,
লুকোতে গিয়ে হাসি হেসে পালায়।
বনপথে ফুলের মালা হেসে ছুলে করে খেলা—
চকিতে সে চমকিয়ে কোথা দিয়ে যায়।

(একদল বিদেশী লোক তল্পী-তল্পা নিয়ে রাজ-পথ দিয়া চলে গেল। তাদের মূক অভিনয়, পোষাকের নানান বর্ণ-বৈচিত্র্য।)

—সাতাত্তর—

চতুর্থ দৃশ্য

[রাজপ্রাসাদ-সংলগ্ন চিত্রপ্রদর্শনীগৃহ।
রাজা, মন্ত্রী, রাজকুমার ও কয়েকজন
চিত্রকর]

রাজা

(দেওয়ালে টাঙ্গানো চিত্রগুলি
দেখতে দেখতে)

বিরূপাক্ষ, বল ত এই সব শিল্পীরা তাদের লেখনী ও রঙ কি দিয়ে রচনা করেন ?

বিরূপাক্ষ

হুজুর, শিল্পী শ্রীনাথকে জিজ্ঞাসা করলেই তিনি বলতে পারবেন।

শ্রীনাথ

(নিকটে এসে প্রণাম ক'রে)

অন্নদাতা, শাকটক গাছের ডাল পচিয়ে ভিত্তিগাত্রে চিত্র আঁকতে হয়, আর কাঠবেড়ালীর লেজের তুলিতে সূক্ষ্ম পটচিত্র আঁকা হয়ে থাকে।

রাজা

আর বর্ণ?

জীমূতনাথ

হুজুর, এলামাটি, লাজবর্ত্ত প্রস্তর, হরিয়ার প্রস্তর প্রভৃতি দ্বারা বর্ণ শিল্পীরা নিজেরাই তৈরী ক'রে থাকেন।

রাজা

আচ্ছা চতুর্ভুজ, এখন শিল্পী-দের কিছুকালের জন্যে অন্যত্র যেতে বলা হোক। আমরা চিত্র নির্ব্বাচন করব।

(চিত্রকরদের স্থানান্তরে প্রস্থান)

মন্ত্রী

হুজুর! এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বহুদেশ-বিদেশের শিল্পীরা তাঁদের চিত্রকলা পাঠিয়েছেন।

রাজা

তাই ত রুদ্রদমন! দেখছি নানা বর্ণভঙ্গী রেখাভঙ্গীর বৈচিত্র্যতে প্রদর্শনী-গৃহ ভ'রে

উঠেচে। যেদিকে তাকাই সেই দিকেই দেখি রেখার বৈচিত্র্য, ভাব-বৈচিত্র্য, বর্ণ-বৈচিত্র্য !

মন্ত্রী

এখন হুজুর, নির্ব্বাচন শুরু করা যাক্।

রাজা

(দেওয়ালে টাঙ্গানো ছবিগুলির নিকটে এসে)

হ্যাঁ, এটি দেখচি বসন্তরাণীর প্রতিমূর্ত্তি। শিল্পী দেখাতে চান যে, ফুলসাজে ফুলের ডালা হাতে বাসন্তীদেবী যেন কার প্রতীক্ষায় ব'সে আছেন।

চতুর্ভুজ

হুজুর, রেখাভঙ্গী ও বর্ণ-চাতুর্য্য প্রশংসার যোগ্য!

রাজপুত্র

রাজন্! আমার কিন্তু এটা তত ভাল লাগ্‌চে না।

রাজা

(অপর একটি চিত্রের নিকটে এসে)

দেখ, এটিতে আবার শিল্পী দেখাচ্ছেন যে, নৃত্যরতা বনদেবী বসন্ত আগমনে উৎসব করচেন। বন-ফুলে বনের গাছপালা সব ভ'রে উঠেচে!

চতুর্ভুজ

হুকুম! এটির সজ্জা-সংস্থাপন খুবই উত্তম।

মন্ত্রী

হাঁ হুজুর! এর বনানীর গভীরতা যা' অল্প কয়েকটি গাছের গুঁড়ির রেখাপাতে দেখানো হয়েচে তাতে মনে হয় শিল্পী যথার্থই চক্ষুষ্মান্।

রাজা

কিন্তু দেখ, আমার মনে হয়, বসন্তকাল বলতে মনের ভিতর একটা যে ভাব আনে, সেটা ত

এসব চিত্রের ভিতর দেখতে পাচ্চিনে ?

চতুর্ভুজ

হুজুর, তা সত্যি। বসন্তকাল বলতে কেবল বন-বনানীর ফুলের শোভার কথাই ত আর শুধু মনে আসে না ?

মন্ত্রী

মানুষের মনে গোড়াতেই আসে যৌবন-উদ্বেল ভাব।

রাজা

আর তার আবেগ।

মন্ত্রী

হাঁ হুজুর। তা এগুলিতে

ত তার কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্চেনা !

চতুর্ভুজ

(একটি ছবির নিকটে এসে নিরীক্ষণ ক'রে) এটি কি, এ যে একটি ধনীর গৃহে প্রমোদোৎসবের ছবি।

মন্ত্রী

হাঁ, এটিতে বসন্তকালের যৌবন-আবেগ দেখাচ্চে বটে, কিন্তু এটিতে প্রকৃতির বুকের যৌবন-চঞ্চলতা মোটেই ফোটেনি।

রাজা

(অপর একটি ছবির কাছে এসে)

দৃষ্টিদান

এ ছবিটি বস্তুতন্ত্রে ভরা, কেবল অঙ্গভঙ্গিমায় বসন্তকালকে জোর-জবরদস্তী ক'রে যেন জাহির করেচে।

মন্ত্রী

(অপর একটি চিত্রের নিকট গিয়ে)

একি? এটি একটি দীন বালিকা ফুটন্ত শিউলি ফুলের মত মাটির উপর প'ড়ে আছে; আর তার আশে পাশে ঘাসের ফুল হলুদ, নীল, সাদা—

কুমার

বাঃ, বাঃ, কি সুন্দর!

রাজা

(নিকটে এগিয়ে এসে ভাল ক'রে দেখে) হাঁ, এটি খুবই ভাল, কিন্তু দেখা যাক্ আর যদি কিছু ভাল ছবি প্রদর্শনীতে থাকে। এটিতে একটি মোহর ক'রে দেওয়া হোক।

(মন্ত্রী ইঙ্গিত করা মাত্র প্রদর্শনীর কর্ম্মচারী মোহরের সরঞ্জাম নিয়ে এসে একটি শীলমোহর ছবির কোণে ক'রে দিলেন)

চতুর্ভুজ

(একটি ছবির মধ্যে শিল্পীর নাম পাঠ ক'রে) এ যে দ্রাবিড়দেশের

দৃষ্টিদান

সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী অতীশ-নন্দনের আঁকা ছবি।

রাজা

(ভাল ক'রে দেখে) হ্যাঁ, এটিতে শিল্পী এঁকেচেন একটি তরুণ ও তরুণী নৌকায় ভেসে চলেচে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রে ; তরুণী নৌকার হাল ধ'রে আছেন, আর তরুণ বাঁশী বাজাচ্চেন।

মন্ত্রী

হুজুর, এটি নিরুদ্দেশ যাত্রীর ছবি—বসন্তকাল যে এদের চঞ্চল ক'রে তুলেচে তা এই জলের ঢেউগুলি যেন ব'লে দিচ্চে !

কুমার

এই দেখুন রাজন্, এটি যেন ঠিক্ আমার বন্ধু রাতুলের বয়সী বালকের ছবি। কোনো কেল্লায় বন্দী আছে আর তার সাম্‌নে কেল্লার বাইরে একটি মুক্ত ঝরণা ঝ'রে পড়চে। বালকটি সেই মুক্ত ঝরণাটি দেখে যেন তার বন্দিজীবনেও মুক্তির আস্বাদ পাচ্চে!

রাজা

কিন্তু বসন্তকালের ভাব মোটেই ফোটেনি এটিতে।

মন্ত্রী

এই দেখুন হুজুর, এদিকে একটি ছবিতে শিল্পী শিব-পার্ব্বতীর মধ্যে দিয়ে বসন্ত-কালকে ফোটাতে চেয়েচেন।

রাজা

কিন্তু—একেবারেই ব্যর্থ হয়েচে।

কুমার

বাবা, কিন্তু হরপার্ব্বতীর ভাব কি সুন্দর হয়েচে!

রাজা

হাঁ, তা সত্যি, মন্ত্রী, এ ছবিতে

দৃষ্টিদান

আমার মোহর দিয়ে দাও।
আমি এটি চাই।

(কর্ম্মচারীকে ইঙ্গিত করাতে মোহর কয়ণ)

কুমার

বাঃ, বাঃ, এটি ত বেশ!
কেমন বনপথে ঘন সবুজ গাছ-
পালার ভিতর কেবল বনদেবীর
মঞ্জুল চরণ-মঞ্জীর বেজে যাচ্চে।
আর তাঁর পায়ের নূপুর, রঙ্গীন
বসনাঞ্চল, বনপথের ছড়ানো ফুল
ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্চেনা।
আর সব ঢাকা প'ড়ে গেছে
গাছপালার আড়ালে।

রাজা

হ্যাঁ, একে বলে চিত্রের ব্যঞ্জনা। শিল্পীরা ভাব-ব্যঞ্জনা করতে হ'লে অনেক জিনিষ ইচ্ছা ক'রেই ঐ ভাবে প্রচ্ছন্ন রেখে থাকেন। সেইজন্যে নগ্নতাটা শিল্পকলা নয়। প্রসন্ন প্রচ্ছন্নতার ভিতর ভাব স্ফুট হয়; নগ্নতা কেবল উন্মুক্ত হয়ে তাকিয়ে থাকে, কিছুই ব্যক্ত করতে পারে-না।

চতুর্ভুজ

(একটি ছবির নিকট গিয়ে।)

হুজুর, এই একটি ছবিতে

একটি শিশু হাতে ফুলবাণ নিয়ে যেন কা'কে লক্ষ্য করচে।

রাজা

হাঁ, এটি বসন্ত-দূত। কিন্তু বিদেশী ছাঁদে—

মন্ত্রী

আমাদের দেশের শিক্ষা-সংস্কারগত ভাবের সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই, তাই আমাদের প্রাণে পৌঁছায়না।

দেখ, দেখ, এ ছবিখানি কি সুন্দর!

মন্ত্রী

হাঁ, হুজুর! এটিতে কেমন বসন্তসেনা অশ্বারোহণে চলেচে। অঙ্গ তাদের নানা রঙিন সাজে সাজিয়ে নারী-সেনার দলও চলেচে।

রাজা

দেখ, এটিকে বসন্তকালের ধ্বজ-পতাকা বলতে পার বটে, কিন্তু চিত্রকলা বলতে পারনা।

চতুর্ভুজ

কেন হুজুর!

রাজা

দেখ, সংসারে তু'জাতের

মানুষ আছে। এক জাতের—যারা কাজ করে কিন্তু মুখে জাহির করেনা; আর এক-জাতের—যারা কেবল মুখসর্ব্বস্ব। তবে মনোবিৎ যিনি, তিনি ঠিক্ খাঁটি মানুষকে খুঁজে নিতে পারেন। শিল্পকলায়ও ঠিক্ এইরূপ দুদিক্ আছে। এক ধরণের শিল্প দেখলে মনে হয়, যেন সেটি চীৎকার ক'রে নিজেকে জাহির করচে, অপর ধরণের শিল্প নিজের মধ্যেই নিজে নিমগ্ন। এখানে শিল্পীর

চেয়ে শিল্পের কথাই মনে আসে এবং অপর পক্ষে শিল্পের চেয়ে শিল্পীর কেরামতিই যেন দর্শককে করমর্দ্দন করতে উদ্যত। কেবল রসিক ও সমঝদারেরাই এর যাচাই করতে পারেন।

মন্ত্রী

ছবি ত অনেক দেখা হ'ল হুজুর, কিন্তু —

রাজা

হাঁ, আমার মনের মতন এখনও একটিও চোখে পড়লনা।

কুমার

তাই ত বাবা, এই দুইশতরও

অধিক চিত্রপটের মধ্যে একটিও কি তোমার ভাল লাগ্‌লনা ?

রাজা

দেখ, আমি চাই জহুরীর মত নিকষপাথরে ঘ'ষে মেজে নিতে। খাঁটি সোনা দেখে নিতে চাই, যাচাই ক'রে।

কুমার

শিল্পের যাচাই করার নিকষ-পাথর কি আছে, বাবা ?

রাজা

তা নেই বটে, কিন্তু অভিজ্ঞতার দ্বারা সেটা লাভ করা যায়।

চতুর্ভুজ

যো হুকুম।

রাজা

কিন্তু তাই ব'লে অভিজ্ঞতার সঙ্গে কতকটা সহানুভূতি ও ভাবানুভূতি থাকা দরকার।

চতুর্ভুজ

হুকুম!

রাজা

নইলে কেবল যাচাই করাই হয়; রসগ্রহণ করার দিকে হয় শূন্যভাণ্ড।

চতুর্ভুজ

হুকুম।

কুমার

দেখ দেখ বাবা, ঐ মিস্‌মিসে কালো লোহার বর্ম্ম পোরে টক্‌টকে লাল কাপড় ও শিরস্ত্রাণ মাথায় তেজী ঘোড়সওয়ারের ছবিটি দেখ বাবা!

রাজা

(ছবি দেখে) তাই ত! এতক্ষণ এমন একটি ছবি আমাদের চোখেই পড়েনি? কি আশ্চর্য্য!

মন্ত্রী

মাপ করবেন অন্নদাতা। এটিতে বসন্তকালের ব্যঞ্জনা মোটেই নেই।

রাজা

রুদ্রদমন! বসন্তকালের ব্যঞ্জনা এতে নেই?

মন্ত্রী

হুজুর! এটি ত একটি ঘোড়-সওয়ারের ছবি!

চতুর্ভুজ

হাঁ হুজুর, এটি ত একটি দাম্ভিক অশ্বারোহী সৈনিকের ছবিমাত্র!

রাজা

তাতে কি হয়েচে? ছবি-খানিতে বসন্তদূত ভ্রমরের গুঞ্জন-ধ্বনি কি শুন্‌তে পাচ্চনা?

যুবরাজের গান

ঘরেতে ভ্রমর এল গুন্‌গুনিয়ে,
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।
আলোতে কোন্ গগনে
মাধবী জাগ্‌ল বনে,
এল সেই ফুলজাগানোর খবর নিয়ে।
সারাদিন সেই কথা সে যায় শুনিয়ে।
কেমনে রহি ঘরে,
মন যে কেমন করে,
কেমনে কাটে যে দিন দিন গুণিয়ে।
কি মায়া দেয় বুলায়ে
দিল সব কাজ ভুলায়ে,
বেলা যায় গানের সুরে জাল বুনিয়ে
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।

মন্ত্রী

(মন্ত্রী ছবির নিকটে এসে ভাল ক'রে দেখে) তাই ত, কি আশ্চর্য্য!

অশ্বারোহীর যৌবনদীপ্ত অশ্ব বসন্তকালের ফুলবন দলিত ক'রে চলেচে, তাই তার ক্ষুরের উপর ফুল-মধুর গন্ধ পেয়ে একটি ভ্রমর ক্রমাগত উড়ে উড়ে বসবার চেষ্টা করচে—যদিও তার সুযোগ সে পাচ্চেনা।

রাজা

রুদ্রদমন, এই চিত্রকরকেই আমি জয়মাল্য পরাতে চাই।

মন্ত্রী

হুজুর! কিন্তু—এই শিল্পী বিদেশী।

রাজা

তা'তে ক্ষতি কি ?

চতুর্ভুজ

হুজুর, দেশের শিল্পীরা তাহ'লে ভাব্‌বে যে তাদের প্রতি—

রাজা

শিল্পীর দেশ-বিচার জাতি-বিচার করা চলেনা। খোঁজ নাও এই চিত্রপটের রূপদক্ষটি কে !

চতুর্ভুজ

যো হুকুম অন্নদাতা !

রাজা

আজ তাকে আমার খাস-বৈঠকে নিয়ে এস।

চতুর্ভুজ

যো হুকুম!

রাজা

আজ তাহ'লে চল। আমার আবার আজ দেউড়ির দরশন-ঝরোখায় বিকেলে প্রজাদের আবেদন শোনবার দিন।

[রাজা, মন্ত্রী ও চিত্রাধ্যক্ষের প্রস্থান : প্রদর্শনীর কর্ম্মচারী তখন কতকগুলি তক্‌মা দেওয়ালে টাঙ্গালেন। একটি দ্বারদেশে টাঙ্গালেন "সর্ব্বসাধারণের জন্যে প্রদর্শনী

খোলা রইল" এবং তাছাড়া "চিত্রপটে হাত দেবেন না", "ধূমপান নিষেধ", প্রভৃতি নানা তক্‌মায় প্রদর্শনী গৃহটি ছেয়ে ফেললেন। অমনি দলে দলে সাধারণ লোকের প্রবেশ।

জনতার প্রথম লোক

এ কি? তুইও যে এসে জুটেচিস্?

দ্বিতীয় লোক

এই যে—বড় বড়াই করেছিলি না যে, রাজার এই খাম-খেয়ালীতে তুই যোগ দিবি নে?

তৃতীয় লোক

আরে ভাই, বক্ বক্ করিস্

নে,—দাঁড়া ছবিগুলো দেখতে দে!

প্রথম লোক

ছবি কবি কিছুরই ধার ধারবিনে বল্লি, আবার এখন আমায় শাসাচ্চিস্?

চতুর্থ লোক

আরে কি বেরসিকের পাল্লায় পড়লুম! ভজা, থাম্।

দ্বিতীয় লোক

ঐরে, পাওনাদার আহির ব্যাটাও এসে জুটেচে দেখচি—নাঃ, এই ত গা ঘেঁসে ছবি দেখচি,

কৈ আমাদের দিকে লক্ষ্যই নেই তার।

তৃতীয় লোক

ও বাবাঃ, দারোগা, চোপ্‌দার পাহারাওয়ালা সবাই এসে জুটেছে যে রে।

চতুর্থ লোক

আরে থাম্, থাম্, বক্ বক্ করিস্‌নে তোরা।

প্রথম লোক

তাই ত! এই রঙ-বেরঙের পটের ভিতর এরা কি এত দেখচে? হাকিম হুকিমদেরও মুখবন্ধ!

চতুর্থ লোক

আরে মুখ্খু, ছবি ত আর কথা বলেনা, তাই সবাই চুপ ক'রে সেটাকে দেখে।

প্রথম লোক

ওঃ তাই, তাই বলি আমাদের ও পাড়ার জগাই মোড়লকেও দেখচি, সেও একটি টুঁ শব্দ পর্য্যন্ত করচেনা।

দ্বিতীয় লোক

হ্যাঁ, আশ্চর্য্য, যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চেঁচায়, আর যার ভয়ে মোড়লনী ঘর ছেড়ে প্রাণ বাঁচায় তারও মুখে একটুও রা নেই গো।

তৃতীয় লোক

তাই ত হ'ল কি ?

চতুর্থ লোক

আরে, ভাই তোরা কজন বড় গোল বাধালি দেখচি। কোথায় ছবিগুলো দেখবি, না, চেঁচাচ্চিস কানের কাছে।

(ভীড়ের মধ্যে থেকে একজন লোক) হ্যাঁ, চেঁচাতে হয় ত বাইরে কাছারীর খোলা মাঠ প'ড়ে রয়েচে যা'না—

প্রথম লোক

তাই ত, মহারাজ তিনটি ছবিতে শিলমোহর দিয়েচেন রে !

দ্বিতীয় লোক

হাঁরে, একটি গরীবের মেয়ের ছবি—

তৃতীয় লোক

একটি হরপার্ব্বতীর ছবি।

চতুর্থ লোক

আর একটি দেখচি—ঘোড়-সওয়ারের ছবি।

দ্বিতীয় লোক

আরে, এই ঘোড়সওয়ারের ছবিতে জোড়ামোহর পড়েচে রে, জোড়ামোহর।

প্রথম লোক

তাই ত রে!

চতুর্থ লোক

তাহ'লে এই শিল্পীই রাজার সুনজরে পড়লো দেখচি।

(কয়েকটি শিল্পীর প্রবেশ)

শিল্পী জীমূতনাথ

ভাই, দেখি রাজার শিলমোহর কোন্ ছবিতে পড়েচে।

শিল্পী শ্রীনাথ

চল্ ভাই, চল্ দেখি গিয়ে।

শিল্পী অগ্নিহোত্রী

হ্যাঁ ভাই, এই যে আমার "দুর্দ্দিনের বসন্ত" ছবিটাতে মোহর পড়েচে!

দৃষ্টিদান

শিল্পী শ্রীনাথ

ঐ দেখ, এ সেই সুবিখ্যাত দ্রাবিড় শিল্পী অতীশনন্দনের আঁকা হরপার্ব্বতীর ছবিটিতে মোহর পড়েচে।

জীমূতনাথ

এটাতে আবার জোড়ামোহর পড়েচে যে হে?

অগ্নিহোত্রী

তাই ত, এই শিল্পীর নামও ত কখন শুনিনি!

শ্রীনাথ

(ভাল ক'রে চিত্রে শিল্পীর নামটি দেখে)

ভাই, একি ভাষায় লেখা, প'ড়ে বুঝে উঠ্‌তে পারচিনে।

জীমূতনাথ

মনে হচ্চে,—কোন দ্রাবিড় দেশের চিত্রকর।

শ্রীনাথ

না ভাই, হয়ত কলিঙ্গ দেশের।

অগ্নিহোত্রী

না ভাই, বোধ হয় বঙ্গদেশের।

জীমূতনাথ

আয় ভাই, ঐ যে মাথায় শিরস্ত্রাণ নেই, ঐ লোকটি ছবি দেখচে, ওকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করা যাক্।

(একটি তরুণ বঙ্গীয় যুবককে দর্শকদের ভিড় থেকে টেনে এনে) ভাই, তুমি ত বঙ্গদেশের লোক?

তরুণ

হ্যাঁ, আমি বঙ্গীয়।

শ্রীনাথ

ভাই, তুমি এই ছবিটির আঁকিয়ের নাম পড়ে দিতে পার?

তরুণ

(ছবিটি দেখার ভাণ ক'রে ঈষৎ হেসে) হ্যাঁ,—পারি।

জীমূতনাথ

নামটি পড়ত?

তরুণ

(লজ্জিত ভাবে) নাম—নাম তা—

অগ্নিহোত্রী

না, ভাই প'ড়েই দাও না তুমি।

তরুণ

এই অধম শিল্পীর নাম ইন্দ্রধনু।

শ্রীনাথ

ইনি কি পূর্ব্ববঙ্গের, না পশ্চিমবঙ্গের।

তরুণ

তা—তা—আমি—

জীমূত

না ভাই, বল না ?

তরুণ

কেন ?

শ্রীনাথ

কেন ? তুমি ছবিটি দেখে বুঝতে পারচনা ? এতে অন্নদাতার ছুটো মোহর দেওয়া রয়েচে ?

তরুণ

তাতে কি ?

জীমূত

তাতে কি, তাও জাননা ?

তরুণ

কি ?

অগ্নিহোত্রী

ইনিই সেই সৌভাগ্যবান্, যিনি মহারাজ কর্ত্তৃক আজ নির্ব্বাচিত হলেন রাজশিল্পী।

জীমূত

ইনিই জায়গীর খেলাৎ পাবেন।

অগ্নিহোত্রী

তবে—তবে—

[এমন সময় দ্বারী প্রদর্শনী বন্ধ হবার ঘণ্টধ্বনি ক'রে জনতা প্রদর্শনী থেকে সরিয়ে দিলে]

পঞ্চম দৃশ্য

[রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি ও অমাত্যবর্গ]

মন্ত্রী

মহারাজ ! রাঠোরের যুদ্ধের পর আজ পাঁচ বৎসরের মধ্যে মাত্র ছুটি দরবার বসেচে। প্রজারা তাই—

রাজা

তা কি করি বল ? তোমরা ত রাঠোররাজের সঙ্গে সন্ধি-সর্ত্ত কায়েম করতে পারলেনা, তাই যুদ্ধ শেষ হ'লেও আজ

পর্য্যন্ত রাজ্যে শান্তি স্থাপন হ'লনা।

সেনাপতি

হুজুর! রাজকাজের চেয়ে রাজ্যরক্ষার কাজই এখন প্রবল হ'য়ে উঠেচে।

রাজা

কখনো যে আবার সেই আগেকার মত অবকাশ রাজ-কাজের মধ্যে পাব তা ত বলতে পারিনে।

সেনাপতি

হুজুর! অবকাশের মধ্যে কি কোনো সুখ আছে?

রাজা

অবকাশের মধ্যেই সৃষ্টি হয়।
রাজ্যশাসন কাজের চাপের মধ্যে
হয় অনাসৃষ্টি।

সেনাপতি

তা আশা করা যায় যে,
বাণিজ্য সর্ত্তটার দলিল যদি
রাঠোরের রাজা সই ক'রে দেন,
তো আগেকার মত পণ্য-দ্রব্যের
আদান প্রদান ওঁদের সঙ্গে চলবে
ক্রমশঃ পুরোনো সখ্যতার
পুনরুদ্ধার হ'বে।

রাজা

সুরথ! তাই যেন হয়।

আমি আর এ বয়সে একমাথা ভাব্‌না, একরাশ রাজ্যশাসনের মামুলি দস্তুর কাজ নিয়ে থাকতে পারছিনে। আমি চাই আবার আমার কলা-সৃষ্টিতে মন দিতে।

সেনাপতি

হাঁ হুজুর। আপনার প্রতিষ্ঠিত নতুন মেঘ-প্রতিচ্ছন্দ প্রাসাদটি হিমগড় টিলার উপর সত্যিই যেন মেঘের প্রতিচ্ছন্দের মত দেখায়।

মন্ত্রী

তাতে বড় অপরূপ সেই গগন-লগ্ন কপোতকপোতীর ছবি দুটি।

সেনাপতি

রাজধানীটি আপনার অসাধারণ পরিকল্পনায় ক্রমে ক্রমে যেন ইন্দ্রপুরীর মতন গ'ড়ে উঠ্‌চে, হুজুর।

রাজা

দেখ, এই সৃষ্টির আনন্দের আস্বাদ যে পেয়েচে তার আর যুদ্ধ-বিগ্রহ গরমিল কিছুই ভাল লাগেনা। সৃষ্টিই ছন্দ, ধ্বংসই গরমিল!

[এমন সময় চিত্রশালার অধ্যক্ষ, শিল্পী ইন্দ্রধনু ও পুঁথিখানার অধ্যক্ষের প্রবেশ]

সকলে

জয়, জয়, মহারাজ অন্নদাতার জয়।

রাজা

এস, তোমরা এস।

সেনাপতি ও মন্ত্রী

হুজুরের অনুমতি হয় ত—

রাজা

তা বেশ, তোমরা যেতে পার। আমি একবার কাব্য ও কলার চর্চ্চায় মন দেবার চেষ্টা করি।

[কুর্ণিশ ক'রে মন্ত্রী ও সেনাপতির প্রস্থান]

রাজা

(শিল্পীর প্রতি) চিত্রকর ইন্দ্রধনু, তোমার এ রাজ্যে পাঁচ-সাত বৎসর বাস ক'রে মন লাগচে ত ?

ইন্দ্রধনু

তা অন্নদাতার আশীর্ব্বাদে আমার খুবই ভাল লাগচে।

এখন নতুন ছবি বা ভাস্কর্য্য কি কিছু সৃষ্টি হয়েচে ?

ইন্দ্রধনু

তা হুজুরের হুকুম মত কাজ ত কিছু না কিছু ক'রেই আস্‌চি।

রাজা

তা বেশ, এখন ত অভিমান ভেঙেচে তোমার? তোমার চিত্রকলার উপর আমার সংস্কার তোমার পক্ষে প্রায় কুসংস্কার হয়ে উঠেছিল।

ইন্দ্রধনু

হুজুর! আমার গুরুর আদেশে নিজের খেয়াল-মত কাজ ক'রে এসেছি। রাজদরবারী রীতিনীতি ও রাজকীয় পছন্দ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতার যথেষ্ট অভাব ছিল।

বিরূপাক্ষ

হাঁ হুজুর! প্রথম প্রথম আমায় ইনি বলতেন যে, মহারাজের অন্ন খাচ্চি ব'লে তাঁর কথামত আমার চিত্রকলা গড়তে হচ্চে,—আমি ক্রমশঃ স্বাধীনতা হারাচ্চি।

রাজা

ওহে, সংযমই ত স্বাধীনতা, উচ্ছৃঙ্খলতা মানুষকে আরো পায়ে বেড়ী পরায়।

বিরূপাক্ষ

হুজুর! আপনার কথাগুলি খুবই খাঁটি, তবে সাধারণ নয়;

তাই আমাদের বুদ্ধির ভিতর প্রবেশ করেনা।

রাজা

শিল্পী যে, সে এ-কথার ভিতর সহজেই প্রবেশ করতে পারবে।

ইন্দ্রধনু

হুজুর! অন্নদাতার আদেশ হ'লে আমি নিজে নতুন কোনো একটি পরিকল্পনা দেখাতে চাই।

রাজা

তা বেশ ত! একটি ছবি আমার ফরমাস মতই আঁকনা। তবে আঁকার বিষয়টি বলবো মাত্র, আর কিছু ইঙ্গিত করবোনা।

ইন্দ্রধনু

বেশ, হুজুরের যেরূপ আজ্ঞা হয়।

রাজা

দেখ, এই পাঁচ বৎসরের পূর্ব্বেকার রাঠোরের লড়াইয়ের ঘটনা তোমার ত মনে আছে?

ইন্দ্রধনু

হুজুর, চোখের সাম্‌নে যেন জ্বল্‌জ্যান্ত ভাস্‌চে।

রাজা

তাহ'লে শত্রুপক্ষীয় সেনাপতি নরহরি শেষ যুদ্ধে কি ভাবে ঘোড়ায় চ'ড়ে পলায়ন করে-

ছিলেন, সেইটি আমায় এঁকে দেখাও দেখি।

ইন্দ্রধনু

তা বেশ, আদেশ হ'লে এখুনি এঁকে আন্‌তে পারি।

রাজা

বেশ, তুমি চিত্রশালা থেকে এঁকে নিয়ে এস।

(শিল্পীর নমস্কারান্তে প্রস্থান)

চতুর্ভুজ

রাজন্! এই শিল্পীর মাথা অসাধারণ।

বিরূপাক্ষ

হাঁ হুজুর, আমার অনেক

দৃষ্টিদান

পুঁথির পাতায় পাতায় সোনালী রূপালি ফুলকারি এঁকে রঙিয়ে দিয়েচেন।

রাজা

হাঁ, ইন্দ্রধনু যথার্থ শিল্পী বটে। তা ছাড়া আমি চিত্রাঙ্কনের বিষয়টি বলবামাত্র সে বুঝে নেয়। আমার চিত্রাগারের জীমূতনাথ, শ্রীনাথ এদের যদি বিশদ ক'রেও বোঝান যায়, ত এমন সুচারু-ভাবে গ'ড়ে তুলতে পারেনা। দেখ, আমার অনেকদিনের ইচ্ছা সিংহাসনটির সংস্কার করি।

চতুর্ভুজ

হুজুর, ওটি প্রাচীন আদর্শ অনুসারে,—

রাজা

ঐ ত তোমাদের ঘাড়ে শাস্ত্র, প্রাচীন শিল্প এমন ক'রে চেপে ব'সে আছে যে, তোমরা একপাও নড়তে চাওনা।

বিরূপাক্ষ

হুজুর! কি ভাবে সিংহাসনটির সংস্কার করাতে চান, দাস জানতে পারে কি?

রাজা

আমার ইচ্ছা, ইন্দ্রধনুকে

দিয়ে দুটি নৃত্যরতা কিন্নরীর ছবি এই সিংহাসনের দু'পাশে গড়িয়ে নি।

বিরূপাক্ষ

হ্যাঁ হুজুর, তা খুব ভালই হবে।

চতুর্ভুজ

না, হুজুর অপরাধ যদি না নেন ত—

রাজা

তুমি কি বলবে তা আমি জানি। তুমি বলবে ওটা ইরাণী ঢঙ হয়ে যাবে,—না?

চতুর্ভুজ

হুজুর! যেরূপ ইরাণী সাম্রাজ্যের আওতায় আছি তা'তে ত সব নিজস্ব যাচ্চে; যদি আমরা একটু প্রাচীনপন্থী হই, তাতে ক্ষতি কি?

রাজা

তা সে যুক্তি মন্দ নয়। তবে কিনা ইরাণী, তুর্কি, চীনে বা পাশ্চাত্য কলার সঙ্গেও ত বোঝাপড়া হওয়া চাই?

বিরূপাক্ষ

তা সত্যি!

চতুর্ভুজ

মহারাজ! মানুষের মহা-মিলনের মন্ত্র নানা দেশে শিল্প-বৈচিত্র্যই ঘোষণা করচে। এ বৈচিত্র্য দ্বন্দ্ব নয়, আনন্দ; আনন্দের প্রকাশ পরস্পরের নকল ক'রে হয়না।

রাজা

নকল আমি করতে বলিনা, আমি বলি গ্রহণ করতে।

চতুর্ভুজ

মাপ করবেন হুজুর! ছেলে-বেলার সাথী ছিলুম ব'লে

মহারাজের সাম্‌নে প্রগল্‌ভতা দেখালুম—মাপ করবেন।

রাজা

না, আমি তোমার কথার মর্ম্ম বুঝতে পেরেছি, তুমি চাও শিল্পীর স্বাধীনতা। আমি চাই তাদের স্বাভাবিক উচ্ছৃঙ্খলতাকে দমন ক'রে সুসংযত ক'রে তুলতে।

বিরূপাক্ষ

হুজুরের মহতী ইচ্ছা।

রাজা

আমি চাই যে, এবারকার সালগিরার দরবারের সিংহাসনটি

দৃষ্টিদান

আমার সভা-শিল্পীর গড়া মূর্ত্তিতে সজ্জিত হয়ে ওঠে।

বিরূপাক্ষ ও চতুর্ভুজ

যো হুকুম।

(বিরূপাক্ষ ও চতুর্ভুজ প্রণামান্তে প্রস্থান)

চারণের গান

মহারাজ, একি সাজে এলে হৃদয়পুর মাঝে।
চরণতলে কোটি শশী সূর্য্য মরে লাজে।
গর্ব্ব সব টুটিয়া,
মূর্চ্ছি পড়ে লুটিয়া,
সকল মম দেহ মন বীণা সম বাজে।
একি পুলক বেদনা বহিছে মধু বায়ে!
কাননে যত পুষ্প ছিল মিলিল তব পায়ে।
পলক নাহি নয়নে,
হেরি না কিছু ভুবনে,
নিরখি শুধু অন্তরে সুন্দর বিরাজে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

[দরবারের দৃশ্য ; সিংহাসনটি একটি স্বতন্ত্র পর্দ্দার আড়ালে ঢাকা। চিত্রকর ইন্দ্রধনু, পুঁথিখানার অধ্যক্ষ, চিত্রাগারের অধ্যক্ষ, অমাত্য ও সভাসদবৃন্দ যথাস্থানে উপবিষ্ট]

ইন্দ্রধনু

(বিরূপাক্ষের প্রতি) পণ্ডিতজী ! আমার এই পদমর্য্যাদায় আমি অমর্য্যাদাও কম পাইনা।

বিরূপাক্ষ

কেন ?

ইন্দ্রধনু

আমাকে আমার সাথী

দৃষ্টিদান

শিল্পীদের অনেক গঞ্জনা ও ভর্ৎসনাও শুনতে হয়, আবার অপ্রত্যাশিত উপদেশও অনেক লাভ করতে হয়।

বিরূপাক্ষ

কি রকম?

ইন্দ্রধনু

কেউ বলেন, অত বাড় ভাল নয়, কেউ আবার কৃপার চক্ষে দেখেন।

বিরূপাক্ষ

তাতে তোমার চিত্তবিক্ষেপ হয়না?

ইন্দ্রধনু

তা আর কি করি,—আমায় সবই সহ্য করতে হয়।

[এমন সময় সভায় একজন বৃদ্ধকে আসতে দেখে সভায় সোরগোল প'ড়ে গেল]

সভাসদ্‌গণ

এঁ্যা, শিরস্ত্রাণ না প'রে দরবারে কে প্রবেশ করলে হে?

বৃদ্ধ

(মৃদু হাস্য ক'রে) আমি বঙ্গ-দেশের লোক। বহুযোজন পথ হেঁটে এসেছি, এরাজ্যে সিংহা-সনের দুটি নূতন পরীমূর্ত্তি দেখবার জন্যে।

একজন সভাসদ

তোমার দরবার প্রবেশের ছাড়পাঞ্জা আছে ?

মন্ত্রী

হাঁ, এঁকে আমিই প্রবেশাধিকার দিয়েচি। বিদেশী বৃদ্ধ—

[বৃদ্ধের সভায় উপবেশন]

ইন্দ্রধনু

[দূর থেকে বৃদ্ধকে দেখে জনান্তিকে)

এঁকে যেন মনে হচ্চে চিনি,

চতুর্ভুজ

কেন ? তুমি ঐ লোকটিকে দেখে এত চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লে কেন ?

ইন্দ্রধনু

হ্যাঁ, কেন তা ঠিক বলতে পারচিনে।

চতুর্ভুজ

বোধ হয়, দেশের লোককে বহুকাল পরে এখানে দেখতে পেয়ে—

ইন্দ্রধনু

তা হবে।

(অন্তরাল থেকে চারণদের গান)

বাজে বাজে রম্য বীণা বাজে—
অমল কমল মাঝে, জ্যোৎস্না রজনী মাঝে,
কাজল ঘন মাঝে, নিশি আঁধার মাঝে,
কুসুম সুরভি মাঝে বীণ-রণণ শুনি যে
প্রেমে প্রেমে বাজে ॥

নাচে নাচে রম্য তালে নাচে—
তপন তারা নাচে, নদী সমুদ্র নাচে,
জন্ম মরণ নাচে, যুগ যুগান্ত নাচে,
ভকত হৃদয় নাচে বিশ্বছন্দে মাতিয়ে
প্রেমে প্রেমে নাচে ॥

সাজে সাজে রম্য বেশে সাজে—
নীল অম্বর সাজে, উষা সন্ধ্যা সাজে :
ধরণী ধূলি সাজে, দীন দুঃখী সাজে
প্রণত-চিত্ত সাজে, বিশ্বশোভায় লুটায়ে
প্রেমে প্রেমে সাজে ॥

(চারণের প্রবেশ) মহারাজ সভায় আসচেন।

[ঘণ্টাধ্বনি হ'তেই সিংহাসনের সামনের পর্দ্দা খুলে গেল, মহারাজ সিংহাসনারূঢ় হ'য়ে

ব'সে আছেন। আসনের দুপাশে দুটি নগ্ন কিন্নরী মূর্ত্তি। সভাসদগণ "জয় জয় রাজ-রাজেন্দ্রের জয়" ব'লে উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলেন। রাজা সভাশিল্পীকে অন্তরালে যেতে ইঙ্গিত করবামাত্র সভাশিল্পীর প্রস্থান]

রাজা

আজ এই সুধীসমাজে আমার সভাশিল্পীকে আমি যাচাই ক'রে নিতে চাই।

সভাসদগণ

হুজুর অন্নদাতার যা আজ্ঞা হয়।

রাজা

[সিংহাসনের পাশের দুটি মূর্ত্তিকে দেখিয়ে]

জানতে চাই যে, এই দুটি

মূর্ত্তির বিরুদ্ধে কার কি বলবার আছে, আমার কাছে তিনি এগিয়ে আস্থন।

সভাসদগণ

হুজুর, আপনার উপদেশে আপনার পরিকল্পনা যোগে যে চারুশিল্প গ'ড়ে উঠেচে তার বিচার আর দরবারে কেন?

রাজা

আমি চাই, আমার এই দরবারেই প্রজাদের সাম্‌নেই আমার শিল্পীর পরখ হয়।

[এমন সময় সভা থেকে বৃদ্ধ লোকটিকে উঠে চ'লে যেতে দেখে)

মন্ত্রী

মহারাজ! ঐ যে বঙ্গদেশের আগন্তুক বৃদ্ধটি ফিরে চ'লে যাচ্চেন, ওঁকে ডাকা হোক্।

রাজা

তা বেশ, তাহ'লে ঐ প্রাচীন বঙ্গীয় বৃদ্ধকে আমার সাম্‌নে আনা হোক্।

বৃদ্ধ

(রাজার নিকটে এসে কুর্ণিশ ক'রে)

হুজুর! আমি বুড়ো মানুষ, চোখ দুর্ব্বল, মনও সবল নয়। আমার বিচারের উপর নির্ভর

করবেননা হুজুর। আমায় যেতে দিন্।

রাজা

কেন? তোমায় এর বিচার করতেই হবে?

বৃদ্ধ

হুজুর। আমিও বঙ্গদেশবাসী, আপনার শিল্পীও—

একজন সভাসদ

অতএব যদি পক্ষপাতিত্ব দেখান।

সভাসদগণ

হাঁ, হুজুর। তার সম্ভাবনা খুবই বেশী।

মন্ত্রী

মহারাজের যা ইচ্ছা তাই করা হোক।

সভাসদগণ

অন্নদাতা যা ভাল বোঝেন তাই হোক।

রাজা

না, বঙ্গবাসী, তোমায় আমরা আজ চাই তোমাদের দেশের শিল্পীকে যাচাই করতে।

বঙ্গবাসী

হুজুর, আমি সিংহাসনের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে কেন চ'লে যাচ্ছিলুম তা থেকে কি আপনি—

রাজা

না।

বঙ্গবাসী

অপ্রিয় সত্য বলা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ!

মন্ত্রী

কিন্তু এক্ষেত্রে রাজ-আদেশ।

বঙ্গবাসী

তা, ঠিক্, কিন্তু—

বৃদ্ধ

আমি চাই সেই শিল্পীকে দেখতে। আমি তার এই শিল্প-কলার পক্ষপাতী নই।

সভাসদগণ

তুমি তার শিল্পকলার পক্ষপাতী

নও, অথচ শিল্পীকে দেখতে চাও।

বৃদ্ধ

হাঁ, দেশমাতৃকবোধের দরুণ।

[বৃদ্ধ তাঁর জীর্ণ জামার ভিতর থেকে একটি চিত্রপট বার ক'রে রাজার হাতে দিলেন। রাজা ইন্দ্রধনুকে সভায় আসতে হুকুম করলেন। ইন্দ্রধনু সভায় এসে বৃদ্ধকে দেখেই পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন।

ইন্দ্রধনু

গুরু! গুরু! আজ দ্বাদশ বৎসর পরে আপনার চরণ দর্শন করলুম।

বৃদ্ধ

হাঁ বৎস! মহারাজের কল্যাণে

তোমার শিল্পকলার প্রতিষ্ঠার কথা আজ বঙ্গ কলিঙ্গ ছেয়ে গেছে। তাই আমি আজ দেখতে এসেচি সিংহাসনকে অলঙ্কৃত ক'রে কী অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দুটি তুমি সৃষ্টি করেচ—যার নাম দেশ বিদেশে ছড়িয়ে গেছে।

ইন্দ্রধনু

সে আপনারই শিক্ষা—

বৃদ্ধ

দেখ কবীর বলেচেন :—

গৃহী ত্যজিকে ভয়ে উদাসী—
বনখণ্ড তপ্‌কো যায়।
চোলি থাকি মারিয়া
ঘেরই চুনি চুনি খায়॥

দৃষ্টিদান

গার্হস্থ্য ছাড়িয়া হইল উদাসীন, তপস্যার জন্যে গেল বনখণ্ডে, দেহকে মারিল ক্লান্ত করিয়া এত করিয়া শেষে বাছিয়া বাছিয়া খাইতে লাগিল জঙ্‌লী ফুল। (রাজার প্রতি) রাজন্! আপনি এঁকে রাজশিল্পী করেচেন বটে, কিন্তু শিল্পরাজ ক'রে তুলতে পারেন নি।

উগ্রধনু

গুরু, রাজাদেশ মানা এতদিন অভ্যাস করেচি, ভাবের রাজ্যে মনের আদেশ মেনে চলা হয়নি, তাই এই দশা।

বৃদ্ধ

শিল্পী ভাবরাজ্যের রাজা। রাজা সাম্রাজ্যের অধিপতি; রাজার কাছে ভাব বিকিয়ে দিলে ধনীর পণ্য হয়ে উঠ্‌তে পারে বটে, শিল্প হ'তে পারেনা।

চতুর্ভুজ

কেন? মহারাজের মেঘ-প্রতিচ্ছন্দ প্রাসাদের মূর্ত্তি দুটি—

(সভাসদগণ একসঙ্গে)

প্রথম সভাসদ

কেন? আমাদের সহরপ্রাকার ও তোরণের ময়ূরের ছবি—

দ্বিতীয় সভাসদ

রাজ-আদেশে কি না হয়েচে।

তৃতীয় সভাসদ

হ্যাঁ, আমাদের সহরের শ্রী ফিরে গেচে।

চতুর্থ সভাসদ

হুজুরের কল্পনাশক্তির উপর কলম চালায় কার সাধ্য।

পঞ্চম সভাসদ

আমাদের চিত্রাগারের কত শিল্পী স্থপতি রাজ-অনুগ্রহে আজ খ্যাতিলাভ করেচে।

(রাজা এতক্ষণ নীরবে বৃদ্ধের দেওয়া ছবিখানি ভাল ক'রে দেখছিলেন)

রাজা

শিল্পাচার্য্য! আজ আমার চোখ খুলে গেছে। আমি শিল্পীদের আর শিকল পরাতে চাই নে।

ইন্দ্রধনু

গুরু! আজ আমার সব অহঙ্কার গুঁড়ো হয়ে গেল।

সভাসদগণ

জয়, মহারাজাধিরাজের জয়!

জয়, বঙ্গীয় শিল্পাচার্য্যের জয়!

জয়, সভাশিল্পী ইন্দ্রধনুর জয়!

(চারণের গান একতারা হাতে)

একমনে তোর একতারাতে

একটি যে তার সেইটি বাজা,

ফুলবনে তোর একটি কুসুম—

তাই নিয়ে তোর ডালি সাজা।

যেখানে তোর সীমা সেথায়

আনন্দে তুই থামিস্ এসে,

যে কড়ি তোর প্রভুর দেওয়া

সে কড়ি তুই নিসরে হেসে।

দৃষ্টিদান

লোকের কথা নিস্‌নে কানে,
ফিরিস্‌ নে আর হাজার টানে,
যেন রে তোর হৃদয় জানে
হৃদয়ে তোর আছেন রাজা।
একতারাতে একটি যে তার
আপন মনে সেইটি বাজা॥

যবনিকা।